REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩২৮, ইংরাজী 24th August 1921. | ১৫শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৷৵০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাবিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক দৃষ্টক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিদের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুভস্মাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এস, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এল,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য	প্রতি	বড় শিশি	৩৲
"	"	মাঝারি শিশি	২৷০
"	"	ছোট শিশি	১৷৵০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। /১০ ছয় পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই ভাদ্র বুধবার ১৩২৮ সাল।

জল ও বৃষ্টি।

—০—

আজকাল বন্যার জল বেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেকস্থলে কাঁচা ধান ডুবিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। জঙ্গিপুরে : ম্যালেরিয়া নাশক নালায় জল প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে যেখানে জল প্রবেশ করিয়াছে নালা না কাটিলেও প্রায় সব স্থানেই জল যাইতে পারিত। তবে বৈজ্ঞানিক নালা বলিয়া যদি স্বাস্থ্যের উপকার হয় ত বলা যায় না। বৃষ্টিও বেশ হইতেছে। রোপিত হৈমন্তিকের প্রাণ রক্ষার জন্য আজকাল চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

জ্বর ব্যাধি।

—:০:—

অনেকের অল্প বিস্তর জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাদ্র মাস, আর কি জ্বর না হইয়া যায়। বোধ হয় ম্যালেরিয়া শুভ পুণ্যাহ আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত কাশি ও নিউমোনিয়ার মত বুক বেদনা দেখা দিয়াছে। আবার গতপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিউমোনিক প্লেগ আরম্ভ হইবেনা ত? ভগবানের ইচ্ছা।

কমিশনর সাহেব।

—০—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার ল্যাং সাহেব বাহাদুর জঙ্গিপুর আসিয়াছিলেন। ফৌজদারী কোর্ট, হাসপাতাল ও মিউনিসিপাল অফিস পরিদর্শন করিয়াছেন। লাট সাহেবের বহরমপুর আগমন জন্য বহরমপুর গিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তা ঘাটগুলি সব দেখিতে পান নাই, ইহা তাঁহারও অদৃষ্ট আমাদেরও অদৃষ্ট।

লালগোলার রাজাবাহাদুরেরর ১০০০০০৲ লক্ষ মুদ্রা দান।

বহরমপুরে বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্‌ড্‌সের আগমন উপলক্ষে লালগোলার রাজা বাহাদুর কুমারগণ সহ লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই আগমন উৎসবে যোগদান করিয়া রাজাবাহাদুর বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি কল্পে ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা দান করিলেন। এবম্বিধ দানে রাজা বাহাদুর কল্পতরু। দাতা শতং জীবতু। ভগবান রাজা বাহাদুরের এই লক্ষ লক্ষ টাকা দানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ঐহিক ও পারলৌকিক লক্ষ্য বস্তু প্রদান করুন ইহাই আমাদের কামনা।

লালগোলায় সালিসী আদালত।

(প্রাপ্ত।)

—০—

লালগোলায় ননকো-অপারেশনের কার্য্য সুন্দর ভাবে চলিতেছে। প্রায় ৬০০।৭০০ ব্যক্তি কংগ্রেস কমিটীর মেম্বর হইয়াছেন। কয়েকস্থানে সালিসী আদালত স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি গুরুতর মোকর্দ্দমা মীমাংসা হইয়াছে। বিনা ব্যয়ে পক্ষগণ ন্যায় বিচার পাইয়া সুখী হইতেছেন। ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন হইতেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটি চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট পঞ্চাইত, রাজবাড়ীর সুযোগ্য অফিসার বাবু রাখালচন্দ্র দাস মহাশয় ইহার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ শাখা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট! আরও কয়েকজন রাজবাড়ীর বিশিষ্ট কর্ম্মচারীও ইহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

বিনা তারে সংবাদ।

—:০:—

বোম্বাই ও পুনা সহরের মধ্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ উক্ত দুই স্থানে পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, ক্রমে সকল স্থানেই ঐ ব্যবস্থা হইবে।

বিলাতে অবিবাহিতা।

—:০:—

বিলাতে দশ লক্ষ মেয়ে আয়বুড় অবস্থায় আছে, ইহাদের বর জুটিতেছে না। ডাক্তার মেরি ড্যাকোম স্কারলিয়েব বলিয়াছেন, এদের উচিত বিদেশে বেরিয়ে পড়া. যেখানে বরের বাজার সস্তা আছে! দোহাই ধর্ম্ম, ভারতে নয়! (হিন্দুস্থান)

(উদ্ধৃত)

সর্প-দংশন চিকিৎসা।

—০—

গত সপ্তাহের "হিতবাদীতে" আসাম মরিয়ানী হইতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমি আজ ৭।৮ বৎসর যাবৎ আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে ঘুরিতেছি এবং নানাবিষয়ে এদেশের তত্ত্ব ও ঔষধাদির খোঁজ লইয়া থাকি। আলোচ্য ঔষধের বিষয়েও আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কোন বৃদ্ধ নাগার নিকট হইতে এই ঔষধটী জানিতে পারিয়াছি। এই ঔষধে অজ্ঞান অবস্থার রোগীও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে নিম্নে জানাইতেছি।

বিষকাটালীর রস অর্দ্ধতোলা, দ্রোনপুষ্পের গাছের পাতার রস অর্দ্ধতোলা কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া রোগীর চক্ষের ভিতর কয়েক ফোঁটা দিতে হইবে, রোগীর Comaর লক্ষণ হইলে কিম্বা মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিলেও ক্ষতি নাই—চক্ষু উল্টাইয়া ফোঁটা দিতে হইবে; দেওয়া মাত্র রোগী একটী চিৎকার করিয়া গভীর অবসাদে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িবে, তাহাতেও কোন আশঙ্কা নাই। কিঞ্চিৎ অধিক এক ঘণ্টা পরে রোগী চক্ষু মেলিবে। উঠিতে না দিয়া সেই অবস্থাতেই দুগ্ধ কিম্বা অত্যন্ত লঘু পথ্য দ্বারা ক্রমে সারাইয়া উঠাইতে হইবে।

২য় ঔষধ। ইহাও আসাম প্রদেশে প্রাপ্য। রোগীর hopeless অথবা মুমূর্ষু অবস্থা হইলেও জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিবেনা! Corton অর্থাৎ জয়পালের বীজের রস দু'আনা মাত্রা রোগীর মস্তকে incision করিয়া দিতে হইবে। কিছু পরেই ধীয়ে ধীরে অর্থাৎ মস্তকের চর্ম্ম চিরিয়া রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কেবল দেড় টাকায় প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্টাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদে লাট সাহেব।

—:০:—

গত ২১শে আগষ্ট রবিবার বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে বঙ্গের লাট বাহাদুর স্পেশাল ট্রেনে মুর্শিদাবাদ সহরে আগমন করেন। তথা হইতে মোটর গাড়ীতে কাশিমবাজার রাজবাটীতে পদার্পণ করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় বহরমপুর 'সারকিট্ হাউসে' উপস্থিত হন। পর দিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে দরবার বসে। দরবার গৃহে মাত্র ৫।৭ খান চেয়ার বাদে সমস্ত চেয়ারগুলি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া ছিল। মোট কথা প্রায় নিমন্ত্রিত সকলেই দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কতিপয় লোক নিমন্ত্রণ পায় নাই বলিয়া অনুযোগও করিয়াছিলেন ইহাও শুনা যায়। মুদ্রিত কার্ড ফুরাইয়া গিয়াও টাইপ রাইটিঙে ছাপান পত্রও বিলি হইতে দেখা গিয়াছে। লাট বাহাদুর দরবারে আসন পরিগ্রহ করিলে পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের আহ্বান ক্রমে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী, মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটী, মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড ও মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে যথাক্রমে চারিখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। চারিখানি অভিনন্দন পত্রেই "দেহি দেহি" শব্দে নানা প্রকার কাম্য সুবিধা ও বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করা হইয়াছিল। লাট সাহেব বাহাদুর প্রত্যেকেরই কাম্য ও বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির জন্য সৎপন্থা ও সদুপদেশ দিয়া অভিনন্দনের উত্তর দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সদুত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশা করি সকলেই সেইরূপ তুষ্ট হইয়াছেন। দরবার স্থলে রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের সি, আই, ই, খেতাব প্রাপ্তির তকমা লাট বাহাদুর স্বহস্তে তাঁহার গলে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই দিন বৈকালে লাট বাহাদুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও তৎসংলগ্ন কমার্শিয়াল কলেজ পরিদর্শন জন্য গিয়াছিলেন, কলেজ দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বৈকাল ৪টার সময়ে মহারাজা স্যর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুষ্ঠিত উদ্যান সম্মীলনীতে উপস্থিত হইয়া চা পান ইত্যাদি সমাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় বহরমপুর হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বহরমপুরে অসহযোগ সম্প্রদায়।

—:০:—

লাট সাহেবের বহরমপুর আগমনের জন্য যখন রাজা মহারাজারা তাঁহার অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান করিতেছেন তখন অন্যপক্ষে অসহযোগীগণ সহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে দোকানে দোকানে হাটে বাজারে ফিরিতে লাগিল। ২২শে প্রাতে যখন কলেজিয়েট স্কুলে দরবারে অভিনন্দন পত্র পঠিত হইতেছিল ঠিক সেই সময় বাহির হইতে "বন্দেমাতরম" "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়" শব্দ শ্রুত হইতেছিল। বৈকালে যখন লাট বাহাদুর কলেজ পরিদর্শন জন্য গমন করেন, তখন অসহযোগীগণ গান গাহিতে গাহিতে এবং মহাত্মার জয়ধ্বনি করিতে করিতে কলেজের পাশ দিয়া গমন করিতেছিল। রাজপুরুষগণের ও পুলীশ প্রহরীগণের এই শোভা-যাত্রার প্রতি দৃষ্টি না পরিয়াছিল এমন নহে কিন্তু কেহ কোনরূপ আপত্তি করে নাই। যখন পাঁচটার সময় মহারাজার গার্ডেন পার্টিতে লাট সাহেব বাহাদুর ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আমোদ প্রমোদ ও সদালাপে নিযুক্ত ঠিক সেই সময়ে বৈঠকখানার বাঁধা ঘাটে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী আহাম্মদ আলি সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় অসহযোগ নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রায় দ্বিসহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। স্থানাভাবে অনেকে হতাশ হইয়া ফিরিয়াগিয়াছিলেন। আরও শুনা যায় যে যখন দরবার হইতে মান্য গণ্য লোকগণ অশ্ব-শকটারোহণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন কয়েকটী ছোঁড়া তাঁহাদের উপড় মুড়ি ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল ও 'শেম শেম' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। এরূপ ব্যবহার কিন্তু 'ননভায়োলেন্স' নীতি বিরুদ্ধ। ইহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। অনেক দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল। আংশিক হরতাল হইয়াছিল এ কথা বলা যায়।

(উদ্ধৃত)

বরিশালে সুরেন্দ্রনাথ।

—০—

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে পূণ্য ৭ই অগষ্ট বাংলার জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্রিটিষ শক্তির বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করিয়াছিলেন। আর পঞ্চদশ বৎসর পরে আজ সেই সুরেন্দ্রনাথ সরকার প্রদত্ত উপাধিভূষিত হইয়া দেশবাসীর সমবেত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিষ শাসন-শৃঙ্খল সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে সেই ৭ই অগষ্ট বরিশালে পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতবাসী যখন আত্মশক্তির আশ্রয়ে স্বরাজসাধনায় ব্রতী, স্যর সুরেন্দ্রনাথ তখন বাংলায় ব্রিটিষ সরকারের কর্ণধার রূপে তুচ্ছ শাসন সংস্কারের গৌরব ঘোষণা করিবার জন্য দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ব্যস্ত।

পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল, স্যর সুরেন্দ্রনাথ অপরাহ্ণে বরিশালে পৌঁছিবেন। জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সমুদয় সরকারী কর্ম্মচারী ও সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া নদীতীরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় পৌনে ছয়টার সময় স্যর সুরেন্দ্রনাথের লঞ্চ নদীতীরে ভিড়িল। ঘাটে উঠিবার সময় সরকারী কর্ম্মচারীগণের আনন্দ কোলাহল শুনা গেল—হিপ্ হিপ্ হুররে। মনে হইল এ বহুরূপীর অভিনয়। যাঁহার একদিন সাধনা ছিল "বন্দেমাতরম্", এবং এই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের জন্য সরকারের সকল লাঞ্ছনা সহাস্যে সহিয়াছিলেন, আজ রূপপরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহার এক দিনকার সেই ধ্বনিত "হিপ্ হিপ্ হুররে" এই আনন্দবর্দ্ধনের কারণ হইয়াছে! কোথায় বাংলার সে সুরেন্দ্রনাথ! সে ত নাই! তাই হিপ্ হিপ্ হুররে শব্দকে আজ মনে হইতেছে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের মরণের হরিবোল?

স্যর সুরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিলেন, সঙ্গে ইমার্শন—বরিশাল যজ্ঞ ভঙ্গের সময় সুরেন্দ্রনাথকে বন্দী করিয়া, অসম্মানজনক বাক্যে শুধু তাঁহাকেই নয়, সমগ্র বঙ্গদেশকে যে অপমানিত করিয়াছিলন।

ইমার্শনের হাত ধরাধরি করিয়া সুরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিলেন, এমন সময় একটী বালক তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানিতে বরিশাল মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেসদাতাগণের এই অভিনন্দনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কথা উল্লিখিত ছিল। গাড়ী যখন গমনের প্রতীক্ষায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া, তখন কতকগুলি যুবক ও বালক সহসা সুরেন্দ্রনাথের মুখের সম্মুখে কতগুলি নিশান তুলিয়া ধরিল। তাহাতে লেখা ছিল--

"৬৪,০০০৲ টাকারে ভাই ৬৪,০০০৲!" "From what height to what depth fallen!" "The people's idol, now Government's pet." "Sir Surender, alas!" "চৌষট্টি হাজার টাকা ক্ষুধিতের রক্তমাখা অন্ন।" "তুমি কি আমাদের সেই সুরেন্দ্রনাথ?" "টাকার লোভে ব্যানার্জ্জী সাহেব" "Respect public opinion" এই ইমার্শন—তোমাকে বন্দী ক'রেছিল—'মনে পরে ৭ই অগষ্ট?'

এতক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের শ্বেত-শ্মশ্রু-বদনে প্রসন্নতার রেখা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এ অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে তাঁহার মুখ কালিমাময় হইয়া আপনা হইতে নুইয়া পড়িল। সেই লজ্জাবনত মুখ তুলিলেন গির্জ্জার কোণে গিয়া। সমস্ত পথ সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বভাগে সর্ব্বত্র সেই ধ্বজা—ক্ষুধিতের রক্তে চৌষট্টি হাজার! এই ইমার্শন তোমাকে বন্দী ক'রেছিল—সুরেন্দ্রের শাসন-সংস্কারে শরৎকুমার বন্দী—সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে সমস্ত পথ ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করিয়া শুধু এক শব্দে Shame! Shame!—ধিক—ধিক! এক তীব্রগতি, মর্ম্মভেদী বাণের মত ছুটিয়া চলিল। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী কর্ম্মচারী সব নীরব। এ দিকে আর এক দল বালক গির্জ্জা রাস্তারমোড়ে—

"শাসন সংস্কার করিস্ তোরা সবই তোদের ফাঁকা
চৌষট্টি হাজার টাকারে ভাই চৌষট্টি হাজার টাকা"

উচ্চৈঃস্বরে এই গান গাহিয়া এই অপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনার বলবর্দ্ধন করিল। সারকিট হাউসে পৌঁছিয়া সুরেন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করিলেন, কারণ সেখানে সর্ব্ব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

বরিশাল হিতৈষী।

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক ৵০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদিকর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অম্লিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

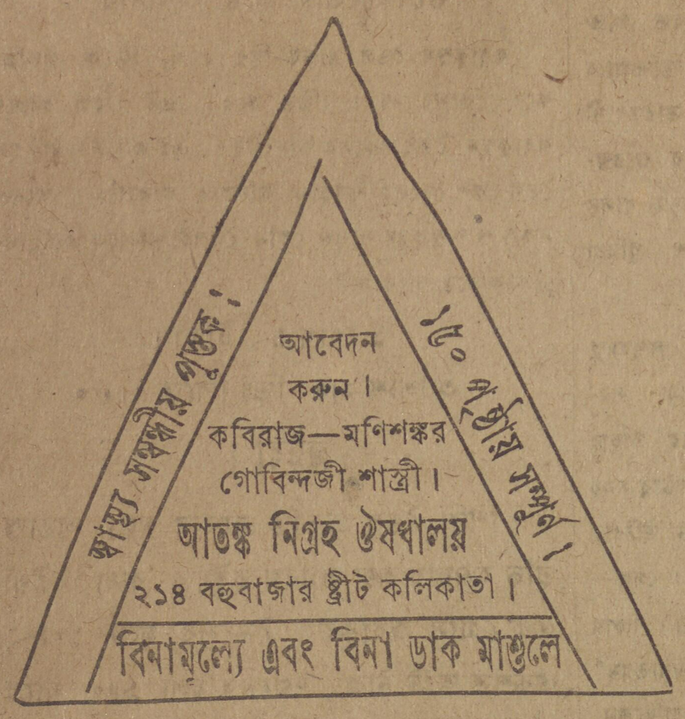

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক! ৮৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক’নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। “সুরমার” সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই “সুরমার” প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ